জগদীশচন্দ্রের রহস্য ঘেরা সিন্দুক

লিখেছেন গিরিডি থেকে ফিরে **মুক্তি চৌধুরী**

রহস্যে ঘেরা একটি সিন্দুক। পড়ে আছে দীর্ঘ ৬৫ বছর ধরে। এতোটুকু মরচে ধরেনি। স্পষ্ট তার রঙ, নম্বর এবং নির্মাতার নাম। ৫ নম্বরের সিন্দুক। এই সিন্দুকটিকে ঘিরেই যতো রহস্য। দিন দিন রহস্য দানা বাঁধছে গভীরভাবে। চাবিরও কোনো খোঁজ নেই। হারিয়ে গেছে। ফলে খুলতেও পারছে না কেউ এই সিন্দুকটিকে। পারছে না রহস্যভেদ করতেও। নানা জনে বলছে, নানা কথা। কেউ বলছেন রয়েছে ওতে সোনাদানা। কেউ আবার বলছেন রয়েছে ওতে আবিষ্কারের কোনো ফর্মুলা। কিন্তু, সত্যি কি আছে তাই নিয়ে এখনও গবেষণ চলছে সিন্দুকটি ঘিরে। অবশেষে ঠিক হয়েছে, সিন্দুকটি খোলা হবে। তাও এক বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানীর হাতে। তিনি আর কেউ নন ভারতের প্রখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এ,পি,জে আবদুল কালামকে দিয়ে। কালামও রাজি হয়ে যান। একটা সময়ও দেন সিন্দুক খোলার। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠেনি। কালাম মনোনয়ন পেয়ে যান রাষ্ট্রপতির পদে। হয়ে যান ভারতের রাষ্ট্রপতি। কিন্তু, নাছোড়বান্দা সিন্দুকটি আঁকড়ে ধরে থাকা মানুষজন। তারা বলেছে, না রাষ্ট্রপতি ছাড়া কাউকে দিয়ে খোলা হবে না সিন্দুকটি? যেদিন সময় পাবেন রাষ্ট্রপতি সেদিনই খোলা হবে সিন্দুক। ততোদিন না হয় অপেক্ষায় থাকবেন তারা।

প্রশ্ন উঠে এসেছে নিশ্চয়ই কার এই সিন্দুকটি? কেই বা মালিক এর? কোথায় রয়েছে এই রহস্যের সিন্দুকটি? ইত্যাদি। হ্যাঁ, সিন্দুকটি আর কারও নয়; বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সিন্দুক। রয়েছে

গিরিডি শহরের বারপন্ডা পাড়ায়। গিরিডি হলো একটা জেলা শহর। স্বাস্থ্যকর স্থান। কলকাতার বাঙালিরা প্রায়ই এখানে আসতেন হাওয়া বদল করতে। তখন গিরিডি ছিল বিহার রাজ্যের একটি জেলা। এখন গিরিডি পড়েছে ঝাড়খন্ড রাজ্যে। বিহার ভেঙে ১৮টি জেলা নিয়ে ২০০০ সালের ১ নবেম্বর গঠিত হয়েছে এই নতুন রাজ্য ঝাড়খন্ড। সেই ঝাড়খন্ডের ঐতিহ্যবাহী জেলা গিরিডি।

সেই গিরিডির বারপন্ডা পাড়ার একটি বাড়ি। নাম শান্তি নিবাস। একতলা বাড়ি। অনেকটা বাংলো ধরনের। ৪ একর জমি নিয়ে তৈরি। হাওয়া বদল করতেই সেদিন এই বাড়িটি তৈরি করেছিলেন বিখ্যাত জেলা জজ অমৃত নাথ মিত্র। সম্পর্কে তিনি ছিলেন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর পিসতুতো (ফুফাতো) ভাই। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর একটা খেয়াল ছিল, প্রতিবছর পূজার ছুটিতে বেরিয়ে পড়তেন দূরে কোথাও। কখনো সমুদ্রের কাছে, কখনো পাহাড়ের পদতলে। কিন্তু, ১৯৩০ সালের পর থেকে ফি বছরই জগদীশচন্দ্র সোজা চলে আসতেন তার ভাইয়ের বাসায়। এখানের একটি নির্দিষ্ট কক্ষে থাকতেন তিনি। পড়াশোনা, গবেষণার কাজ চালাতেন তিনি এখানে বসে। কিন্তু, দুর্ভাগ্য জগদীশচন্দ্র বসুর। ১৯৩৭ সালের ২৩ নবেম্বর ঘটে গেল এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। শান্তি নিবাসের বাথরুম থেকে বেরোবার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি

মারা যান এখানে। সেই বিজ্ঞানীর ব্যবহৃত সেই সিন্দুকটি পড়ে থাকে ওখানে এখনো। এক সময় চাবিও হারিয়ে যায়।

দেখতে দেখতে এক সময় মালিকরাও চলে যান কলকাতায়। ১৯৭৬ সালে অমৃত নাথ মিত্রের স্ত্রী মধুরিমা মিত্র বাড়িটি মাত্র ৯৬ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেন বিহার মাইকা এক্সপোর্টস এসোসিয়েশনকে। তখন গোটা বিহার জুড়ে মাইকার রমরমা ব্যবসা। পরে এই কোম্পানি মূল বাড়িটি রেখে অন্যান্য কিছু জমি ব্যক্তিগত মালিকানায় বিক্রি করে দেন। আর বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র যে ঘরটিতে থাকতেন, সেটিকে একটু রঙচঙ করে তাদের সিটিং রুম হিসেবে ব্যবহার করতে থাকেন। ইতিমধ্যে ওই বাড়ি ঘিরে একটি হোটেল নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়। তৎকালীন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নাগেশ্বর প্রসাদ সিং ওই হোটেল নির্মাণের তদবির শুরু করলে প্রথম প্রতিবাদে সরব হন এক বাঙালি আইনজীবী ভারত ভানু চৌধুরী। বিষয়টি উঠে আসে বিহার বিধান সভায়। টনক নড়ে সরকারের। সরকার বদল হয়। ক্ষমতায় আসে লালুপ্রসাদ যাদব। ১৯৯৭ সালে শেষ পর্যন্ত লালুর সরকারই দখল করে নেয় বাড়িটি। লালুপ্রসাদ ঘোষণা দেন মামলা-মোকদ্দমা চলবে চলুক, কিন্তু শান্তি নিবাস এখন সরকারি সম্পত্তি। তাঁর নির্দেশেই তেরি হয় জগদীশচন্দ্র বসুর নামে ছোট্ট একটি মিউজিয়াম। উদ্দেশ্য মানুষ আসবেন, জানবেন বিশ্বসেরা বিজ্ঞানীকে। লালুপ্রসাদের উদ্যোগেই ফিরে আসেন জগদীশচন্দ্র আবার মানুষের হৃদয়ে।

বিশ্ব বিশ্রুত পদার্থবিদ ও জীববিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর আদিবাস বাংলাদেশে। জন্ম ১৮৫৮ সালের ৩০ নবেম্বর। আদি নিবাস ছিল ঢাকার রাডিখাল, পিতার কর্মক্ষেত্র ফরিদপুরে, বাল্যশিক্ষা শুরু তাঁর। পরে তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও কলেজে শিক্ষা লাভ করে ১৮৮০ সালে গ্র্যাজুয়েট হন। কেমব্রিজ থেকে বিজ্ঞানে অনার্সসহ বিএ পাস এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি পাস করেন। দেশে ফিরে তিনি ১৮৮৫ সালেই প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হন।

এই প্রথিতযশা বিজ্ঞানীর ব্যবহৃত সিন্দুকটি ঘিরে আজ নানা কথা। কী আছে সিন্দুকে? তা জানার তীব্র ইচ্ছে হয় আমারও। স্বচক্ষে দেখার জন্য সোজা চলে যাই গিরিডিতে। চমৎকার বাড়ি। এখন মিউজিয়াম। মিউজিয়ামের সামনের সাইনবোর্ডে লেখা 'Sir J.C. Bose, district Science centre, Giridih, Department of Science & Technology, Govt. of Jharkhand.' এই বিজ্ঞান সেন্টারের উদ্বোধন করেন বিহারের তৎকালীন গভর্নর ড. এ.আর কিদোরাই। তারিখ ২৮-০২-১৯৯৭। এই

বিশ্ব বিশ্রুত পদার্থবিদ ও জীববিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর আদিবাস বাংলাদেশে। জন্ম ১৮৫৮ সালের ৩০ নবেম্বর। আদি নিবাস ছিল ঢাকার রাডিখাল, পিতার কর্মক্ষেত্র ফরিদপুরে, বাল্যশিক্ষা শুরু তাঁর। পরে তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও কলেজে শিক্ষা লাভ করে ১৮৮০ সালে গ্র্যাজুয়েট হন। কেমব্রিজ থেকে বিজ্ঞানে অনার্সসহ বিএ পাস এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি পাস করেন। দেশে ফিরে তিনি ১৮৮৫ সালেই প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হন। এই প্রথিতযশা বিজ্ঞানীর ব্যবহৃত সিন্দুকটি ঘিরে আজ নানা কথা। কী আছে সিন্দুকে?

বিজ্ঞান সেন্টারে প্রবেশ করতে ফি লাগে মাত্র ১ টাকা।

সরাসরি আমি ঢুকে পড়লাম বিজ্ঞান সেন্টারের ডেমোনেস্ট্রেটর উদয় শংকর উপাধ্যায়ের কক্ষে। পরিচয় দিলাম। তার রুমের পাশেই রয়েছে হালকা সবুজ রঙের সেই ঐতিহাসিক সিন্দুকটি। স্পষ্ট লেখা ৫ নম্বর। আমি বললাম, সিন্দুকের একটি ছবি নিতে চাই। উদয় শংকর সরাসরি খারিজ করে দিয়ে বলেন, DM-র অনুমতি ছাড়া ছবি তুলতে দেয়া হবে না। আপনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে আসুন। বললাম ঢাকার কাগজের সাংবাদিক। তাতেও ওনার মন গললো না। অগত্যা আমি একেবারে কাছে গিয়ে সিন্দুকটি দেখতে লাগলাম। তাতে লেখা Wrought iron fire Resisting safe. মাঝে লেখা 5। শেষে DIEW ET IRON DRIOT. উদয় শংকর বললেন, সিন্দুকটি আড়াই ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট চওড়ায় ২ ফুট।

উদয় শংকর আরো বললেন, তারাও জানেন না কী আছে এই সিন্দুকে। রাজ্যের বিদ্যুৎ ও শক্তিমন্ত্রী সমরেশ সিং মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে সিন্দুকটি খোলার জন্য অতি তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি একথাও বলেন, রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগেই ড. কালাম আমাদের এই সিন্দুকটি খুলে দেয়ার কথা বলেছিলেন।

এখন এই বাড়ি ঘিরে তৈরি হয়েছে সুন্দর একটি মিউজিয়াম। এখানে শোভা পাচ্ছে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত নানা যন্ত্র। গবেষণার যন্ত্র, ফর্মুলা ইত্যাদি। মাঝে দাঁড়িয়ে আছে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের একটি প্রস্তর মূর্তি। তাতে লেখা 'Sir Jagadish Chandra Bose, M.A. DSC. LLD. FRS. GIE, CSI- 1858-1937'। এর নিচে লেখা, 'An Example of the fertile Union between the immemorial Mysticism of Indian Philosophy and the experimental methods of Western Science'- The Times, London' সব দেখে ফিরছি। এখন উদয় শংকর বললেন, ঠিক আছে নিন ছবি। তারপর ছবি তুলে ফিরে এলাম।

আর মনে মনে ভাবছি, কী বের হতে পারে ওই রহস্যজনক সিন্দুক থেকে? যদি কোনো আবিষ্কারের ফর্মুলা? নতুবা সোনা-দানা? বা কোনো নথিপত্র? আর যদি এমনটা ঘটে যায় সিন্দুকটি ফাঁকা? এসব চিন্তা করেই বেরিয়ে এলাম বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর স্মৃতিধন্য গিরিডির ঐতিহাসিক বাড়ি থেকে। আর হৃদয়ে গেঁথে নিয়ে এলাম রহস্যেঘেরা সিন্দুকটির ছবি।